

খড়গপুরে চাকরির দাবিতে জমিদারতাদের মিছিলে হাঁটবেন নওশাদ ও বিকাশ

সুমনকুমার দাস, খড়গপুর : খড়্গাপুর শহরের উপকণ্ঠে গড়ে ওঠা বিদ্যাসাগর শিল্পতালুকে জমিদাতা পরিবারের অনেক সদস্যই এখনও চাকরি পাননি। চাকরির দাবিতে এবার তাঁরা মিছিল করতে চলেছেন। ২৮ আগস্ট শিল্পতালুক চষরে ওই মিছিলে যোগ দেবেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী, বিশিষ্ট আইনজীবী তথা সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য সহ সুশীল সমাজের কিছু পরিচিত মুখ। তাঁরা জমিদাতাদের স্থায়ী কর্মসংস্থানের দাবি জানানবেন। রবিবার টাফিক গোলখুলি দুর্গামন্দিরে সাংবাদিক বৈঠক করে একথা জানিয়েছে বিদ্যাসাগর ইন্সটিটিয়াল পার্ক জমিদাতা যৌথ সংগ্রাম কমিটি। সংগঠনের সভাপতি মিহির পাথড়ি বলেন, ‘শিল্পতালুকে এক নামকরা শিল্প গোষ্ঠীর রঙ কারখানা ও ১টি



গ্যাস বটলিং কারখানায় প্রতিশ্রুতি মতো জমিদাতা পরিবারগুলোর সদস্যদের চাকরি হয়নি। প্রায় ২ দশক আগে রাজ্য শিল্যোন্নয়ন নিগম জমিদাতা পরিবারের একজনকে চাকরি দেওয়া হবে এই শর্তে জমি নিয়েছিল। কর্মপ্রার্থীদের মধ্যে বি টেক, আইটিআই ডিপ্লোমা, এমএ, এমএসি এমন শিক্ষিত যুবরা থাকলেও কারখানা কর্তৃপক্ষ

মিছিলে উপস্থিত থাকবেন।’ সংগঠনের কার্যকরী সভাপতি বিপ্লব ভট্ট বলেন, ‘বিদ্যাসাগর শিল্পতালুকের বিভিন্ন কারখানায় কাজ করছেন তাঁদের মধ্যে ৭০% জমিদাতা নন। রাজ্যে তৃণমূল সরকার গড়ার পর সেভাবে এখানে শিল্প সংস্থা আসেনি। এখনও অনেক জমি খালি পড়ে রয়েছে। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জমিদাতাদের চাকরি দেওয়া হয়নি। ২৮ আগস্ট কর্মপ্রার্থীদের নিয়ে মিছিল হবে। পুলিশ অনুমতি না দিলে আদালতের নির্দেশে মিছিল হবে।’ উল্লেখ্য, বামফ্রন্ট আমলে শিল্প তালুকের জন্য খড়্গাপুর গ্রামীণের ১ ও ২ নম্বর ব্লক ও পুরসভা এলাকার বড়াডিয়া, রূপনারায়ণপুর, জিজারপুর, রুইসভা, জফলা, ঘোলাগেড়িয়া, কাজীচাক, ইন্দা, চকগণেশ প্রভৃতি মৌজায় জমি অধিগ্রহণ হয়েছিল।

শ্যামনগর মূলাজোড় কালীবাড়ি মাঠ বিক্রির চক্রান্তের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

প্রতীতি ঘোষ, বারাকপুর : শ্যামনগর মূলাজোড় কালীবাড়ি মাঠ বিক্রির চক্রান্তের বিরুদ্ধে শ্যামনগর নাগরিক মঞ্চ বিক্ষোভ দেখায়। এই কালীবাড়ি যাঁরা তৈরি করেছিলেন সেইরাজা বা রানির পরিবারের বিশাল সম্পত্তি এখনো ছড়িয়ে রয়েছে গঙ্গা তীরবর্তী এই কালীবাড়ির আনাচেকানাচে। মন্দিরের লাগোয়া বাজার, দোকান, খেলার বিশাল মাঠ রয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, এবার জমি হাঙরদের নজর পড়েছে এই দেবত সম্পত্তিতে। অথচ রাজার আমল থেকেই শ্যামনগর মূলাজোড় কালীবাড়ি ট্রাস্ট মন্দির চষরে এক বিতর্পী অঞ্চলের মালিকানা প্রাচীন সময় থেকেই নিজেদের কাছে রেখেছে। সেই সম্পত্তির অধীন শ্যামনগর কালীবাড়ির খেলার মাঠটি এলাকার বাসিন্দারা একজোট হন।



বিক্রির চক্রান্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। রাতের অন্ধকারে মাঠের মাপজোক হচ্ছে। এদিন এর বিরোধিতা করে শ্যামনগর বিক্ষোভ দেখান এলাকার বাসিন্দারা। এই মাঠটি বাঁচানোর তাগিদে শ্যামনগর নাগরিক মঞ্চ সংগঠনের নামে এলাকার বাসিন্দারা একজোট হন।

মন্দির কর্তৃপক্ষ এই মাঠকে রাতারাতি বিক্রি করে দেওয়ার ছক কষছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দারা তাতে রাজি নন। তারা মন্দির কর্তৃপক্ষ বা মন্দির প্রতিষ্ঠাতা রাজা বা রানির পরিবারের সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি। যদিও মন্দিরের প্রধান পুরোহিত নিমাই চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘আগে ওই এলাকায় কোনো মাঠ ছিল না। বনবাসির জন্য রাজবাড়ি, কাছারি বাড়ি, টোল ছিল যা সময়ের সঙ্গে নষ্ট হয়ে গেছে। মন্দির ও তার আশেপাশের অনেক এলাকা এখনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে রয়েছে। তবে কোনো কিছু বিক্রি করার কথা জানি না। আমিও ঘটনাটি শুনছি। কোন এক অসাধুজ্ঞ এই বিষয়ে উদ্ভানি দিচ্ছে। মন্দিরের পৈত্রিক জমি ওই মাঠ।’

কানাডায় পাড়ি দিল দুর্গা প্রতিমা

বিপুল ভট্টাচার্য, বর্ধমান : রবিবার বর্ধমান থেকে কানাডার অন্টারিও-তে দুর্গা প্রতিমা পাড়ি দিল। বর্ধমানের শিল্পী সিদ্ধার্থ পাল ও স্ত্রী তন্দ্রা পাল গভ কয়েকদিন ধরে দিনরাত খেটে প্রায় আড়াই কেজি ওজনের, ৪-৬ মিলিমিটার মোটা ফাইবার গ্লাসের তৈরি এই ৩০ ইঞ্চি চওড়া ও ২০ ইঞ্চি উচ্চতার দুর্গাপ্রতিমা গড়ে তোলেন। শিল্পী সিদ্ধার্থ পাল জানান, ‘নদিয়ার শান্তিপুুরে আমার এক আত্মীয় কানাডায় পোশাক রফতানি করেন। ওই আত্মীয়ের কাছ থেকে কানাডার যে পোশাক ব্যবসায়ীরা মাল নেন তাঁরা কয়েকজন মিলেই এবছর প্রথমবার এই পূজো করবেন। দেরিতে কাজটা এসেছে। ২০-২৫ দিন আগে কাজ শুরু করে শেষ করে দিয়েছি। দুরের কাজ পেয়েছি বলে অন্য কাজ বন্ধ করে এই কাজটা শেষ করা হয়। নাহলে এধরনের কাজ শেষ করতে এক-দেড় মাস সময় লাগে। মাটির মূর্তি করে তা প্রাস্তার প্যারিসের ছাঁচ বা ডাইস করে তারপর ফাইবার গ্লাস ঢেলে মূর্তি করা হয়। রবিবারই এটা প্যাকিং করে কুড়িয়ারবের মাধ্যমে কানাডার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়। কানাডায় পৌঁছোতে প্রায় ১০ দিন সময় লাগবে।’ উল্লেখ্য, সিদ্ধার্থ পাল পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় কাজ করেছেন। তবে বিদেশেও দুর্গা প্রতিমা পাঠানো এই প্রথম। তিনি বলেন, ‘৫-৬ বছর আগে নরওয়েতে দলদ্বী ও সরস্বতী আর ১৫ বছর আগে আমেরিকায় শিব পাঠিয়েছিলাম।’

জামালপুরে তৃণমূল প্রধানের স্বামী বিরুদ্ধে সন্ত্রাসরাজ চালানোর অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে তৃণমূলের ২ গোষ্ঠীর অভিযোগ পালাটা অভিযোগে ব্যাপক শোরগোল পড়ে গেছে। এব্যাপারে তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী শেখ ফিরোজের বিরুদ্ধে জেলা পুলিশসুপারের কাছে সন্ত্রাস, অত্যাচার, জুলুমবাজি চালানোর অভিযোগ জানান বেরুগ্রামের বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, নিজেকে রাজ্যের প্রভাবশালী নেতা, বিধায়ক, সাংসদ ও মন্ত্রীদের ঘনিষ্ঠ বলে দাবি করে শেখ ফিরোজ। তৃণমূল কংগ্রেস নেতা শেখ ফিরোজের বাড়ি বেত্তগ্রাম অঞ্চলের চক্কণজাদী গ্রামে। তাঁর স্ত্রী হাসনারা বেগম ২০১৮ সাল থেকে একটানা বেরুগ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পদে রয়েছেন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, স্ত্রী পঞ্চায়েত প্রধান হওয়ার পর থেকেই ফিরোজ নিজেকে বেরুগ্রাম অঞ্চলের ‘রোতাজ বাদশা’ মনে করতে শুরু করেন। এলাকায় সন্ত্রাস চালাতে তিনি এক বাহিনীও গড়ে তুলেছেন। গত বিধানসভা ভাটে জিতে তৃণমূল দল ফের রাজ্যে ক্ষমতায় এলে ফিরোজ আরও বেপরোয়া হয়ে ওঠে বলে অভিযোগ। জেলা পুলিশসুপারকে বেরুগ্রাম অঞ্চলের বাসিন্দারা জানান, সন্ত্রাস, অত্যাচার ও লুণ্ঠপাট চালিয়ে শেখ ফিরোজ প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হয়েছেন। বর্গদারের জমি কেড়ে নেওয়া থেকে শুরু করে চক্কণজাদী

গ্রামের মসজিদ ও স্কুলের সম্পত্তি পর্যন্ত ফিরোজ জবর দখল করে নিয়েছেন। মসজিদ তহবিলের অর্থ হাতিয়ে দেওয়া সহ মসজিদের জমিতে জিম সেন্টার গড়ে তোলার অভিযোগ উঠেছে ফিরোজের বিরুদ্ধে। যদিও শেখ ফিরোজ তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ অস্বীকার করে পালাটা তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতিকইে কাঠপড়ায় তুলেছেন। ফিরোজ বলেন, ‘বেরুগ্রাম অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি শেখ সাহাবুদ্দিন ওরফে দানি ২০১৩ সালের আগে গ্রামে গ্রামে ঘুরে কাচ ভাঙা, লোহা ভাঙা কানতেম। ২০১৩ সালে তৃণমূল কংগ্রেস দলে যোগ দিয়ে ওই দানি নানা আনৈতিক উপায়ে অর্থ রোজগার করা শুরু করে। দামোদরে অবৈধ খাদান খুলে বালি চুরি করাতেও দানি হাত পাকিয়ে ফেলে। লুটের সাপ্লাজা চালিয়েই দানি এখন কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি। দানির নানা আনৈতিক কাজের প্রতিবাদ করার জন্য বদলা নিতে পরিকল্পনা করে এলাকার লোকজনকে আমার বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলে। তাঁদেরকে দিয়েই দানি আমার বিরুদ্ধে প্রশাসনের কাছে মিথ্যা অভিযোগ জমা করিয়েছেন।’ এদিকে, এব্যাপারে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘আমার কাছে এরকম অভিযোগ আসলে দল যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। বিষয়টি নিয়ে খোঁজখবর নিছি।’

দাদপুরে স্ত্রীকে পিটিয়ে খুন, পলাতক স্বামী

অমিত চৌধুরী, হুগলি : জেলে যখন যেতেই হবে, তাকে মেরেই যাব। ফোন করে বলেছিল স্বামী! ভয় পেয়ে আত্মীয়ের বাড়ি চলে যাচ্ছিলেন গৃহবধূ মনজুরা খাতুন (২৮)। শেষরক্ষা হয়নি। হুগলির দাদপুর থানার বিলাতপুর এলাকায় রাস্তাতেই স্ত্রীকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠেছে রজব আলির বিরুদ্ধে। জানা গেছে, সিঙ্গুরের পায়ড়াউড়া গ্রামে বাড়ি রজব আলি। স্ত্রী মনজুরা খাতুনের সঙ্গে তার আশান্তি চলত। মনজুরার দাদা শেখ রফিকের অভিযোগ, ‘১৫ দিন আগে ভদ্রেদ্রর খানায় বধু

নির্যাতনের মামলা দায়ের করে বোন। এরপরই রজব বোনকে ফোন করে জানায় ঝালো মিলিয়ে নিয়ে আবার তারা সংসার করবে। সেইমতো মনজুরা খন্দুরবাড়িতে চলে যায়। ২ দিন আগে ভদ্রেদ্ররের শ্বেতপুর পুলিশ ফাঁড়ি থেকে ফোন করে রজবকে দেখা করতে বলে। এরপর শনিবার রাত ১১টা নাগাদ রজব বোনকে ফোন করে বলে জেলে যখন যেতেই হবে তাকে মেরে তবেই যাব। ভয় পেয়ে মনজুরা ২ সন্তান ও এক প্রতিবেশী মহিলাকে নিয়ে হারিট গ্রামপঞ্চায়েতের জেটে গ্রামে

মামার বাড়িতে যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়ে। বিলাতপুরের কাছে তাঁকে ধরে ফেলে রজব। মনজুরা সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে নিয়ে আবার রাস্তা সংসার করবে। যাওয়ার চেষ্টা করলে তাঁকে তাড়া করে ধরে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মারা হয়।’ মনজুরার সঙ্গে থাকা ওই মহিলা ফোন করে বাপেরবাড়ির লোকদের খবর দেন। রাত্তে গিয়ে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে। দাদপুর থানার পুলিশ খুনের মামলার রজু করে তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছে অভিযুক্ত রজব আলি।

জগৎবল্লভপুরে শ্রৌচার অস্বাভাবিক মৃত্যু

ভাস্কর বিশ্বাস, হাওড়া : হাওড়ার জগৎবল্লভপুর থানা এলাকার কমলাপুর সীতরা পাড়ায় জয়ন্তী সীততার (৫০) অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। শনিবার রাত্তে ওই মহিলাকে স্থানীয় এক পুকুরের জলে ভেসে থাকতে দেখেন এলাকার বাসিন্দারা। ওই পাড়াতেই বাড়ি মৃত মহিলা। জানা গেছে, শনিবার বিকেল টো নাগাদ বাড়ির পাশেই পুকুরের কাছে তাঁকে নারকেল কুড়াতে দেখা গিয়েছিল। এরপর দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও তিনি ঘরে ফেরেননি। পরিবারের লোকরা খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। বেশ কয়েক ঘণ্টা খোঁজাখুঁজির পর তাঁর দেহ পুকুরে ভাসতে দেখা যায়। এলাকার বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় জগৎবল্লভপুর থানার পুলিশ। তাঁরাই দেহটি উদ্ধার করে জগৎবল্লভপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তাররা মৃত বলে জানান। দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এটি খুনি নাকি নিষেক দুর্ঘটনার জেরে ওই শ্রৌচার মৃত্যু হয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

বৃষ্টি আর দামোদরে জল ছাড়ায় বাঁধ ভাঙন



নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : গত প্রায় ২ মাস ধরে লাগাতার বৃষ্টি ও দামোদরে জল ছাড়ার ঘটনায় ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল দামোদরের গৈতানপুর চরমনা এলাকার দামোদরের বাঁধ নির্মাণ। কয়েকবছর আগে এই চরমনা এলাকার দামোদরের ভাঙন ঠেকাতে তারের জাল বেঁধে বড়ো বাল্মার দিয়ে পাড় বাঁধা হ়ে। সম্প্রতি সেই নির্মিত বাঁধের পাড় বাঁধাই ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যেতে শুরু করেছে। ফলে ফের বিঘের পর বিঘে জমি দামোদরের গর্ভে যেতে শুরু করেছে। এই ঘটনায় নতুন করে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে বর্ধমানের খণ্ডঘোষ ব্লকের শশঙ্গা গ্রামপঞ্চায়েতের এই দামোদরের গৈতানপুর চরমনা এলাকা। এলাকার এক বাসিন্দা বলেন, প্রত্যেক বছরই পাড় ভাঙছে, এবারও ভাঙছে। আমাদের ৭-৮ রিয়ে জমি ছিল, ভেঙে চলে গেছে। অল্প জায়গা আছে। নদী থেকে ১০ ফুট দূরে বাড়ি। পাশে এক পরিবার সন্ধ্যার পর এখানে ঘরে থাকেন না। ভালোভাবে বাঁধ দিতে হবে। বিভিন্ন অফিস থেকে এসে দেখে চলে যাচ্ছে, কিছু বলছে না। দামোদরের পাড় ভাঙতে ভাঙতে আর কিছু থাকবে বলে মনে হয় না। আরেক বাসিন্দা বলেন, ‘বালির সস্তা দিয়ে যে বাঁধ দিয়ে যাতে সাময়্যার মোকাবিলা হয় না। ১৫ ঘর বালার বাড়ি প্রকল্পে এখানে পাওয়া গেছে। আশঙ্কা এই ঘরগুলো থাকবে কিনা।’ এরইমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী বর্ধমানে আসছেন মঙ্গলবার। বাসিন্দারা চেষ্টা করছেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই সমস্যা তুলে ধরার।

আসানসোল পুরনিগমকে বিধলেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি



রবীন্দ্রনাথ প্রামাণিক, কুলটি : রবিবার আসানসোল পুরনিগমের কুলটি অঞ্চলের নিয়ামতপুরে বিজেপির সেটুল কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে কুলটি জলপ্রকল্প সম্পূর্ণ না হওয়া নিয়ে তৃণমূল পরিচালিত আসানসোল পুরনিগমকে আক্রমণ করেন প্রাক্তন মেয়র তথা বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি। সাংবাদিক বৈঠকে ছিলেন কুলটির বিজেপি নেতা অভিজিৎ আচার্য সহ অন্যান্য স্থানীয় বিজেপি কাউন্সিলররা। এদিন জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলেন, ‘আমি যখন মেয়র ছিলাম সেসময় প্রতি ঘরে পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার অমৃত প্রকল্প শুরু করে। সেই প্রকল্পের অংশীদার হিসাবে আসানসোল পুরনিগম স্থিত কুলটির ৪৩ হাজার মানুষকে জল সরবরাহের জন্যে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে বড়ো ও সুন্দর ডিপিয়ার তৈরি করা হয়। যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ১ প্রকল্পে ২টি দফা ও অমৃত ২ প্রকল্পে একা দফা কাজের মাধ্যমে কুলটিতে জল প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার কথা। এর জন্য ২২৫ কোটি টাকা খরচ করা হয়। এর মধ্যে অন্ত্রুত ১ প্রকল্পে প্রথম দফায় ১৪৩ কোটি টাকা ও দ্বিতীয় দফায় ৮২ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। সেই অর্ধে কুলটি অঞ্চলে ১২টি সুউচ্চ জলাধার সহ মাটিরতলায় পাশেপাশি বিছানোর কাজ শুরু হয়। কুলটির জল্পপ্রকল্প নিয়ে কোনোপ্রকার আশোষ করতে আমি রাজি হননি। আমার সময় কালেই প্রথম দফা সম্পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় দফার কাজ শুরু হয়ে যায়। যা সম্পূর্ণ প্রকল্পের ৭৫ ভাগ। অথচ বাকি ২৫ ভাগ কাজ আজ পর্যন্ত শেষ হয়নি। এর ফলে কুলটিতে বেশিরভাগ মানুষ এখনো পানীয় জল থেকে বঞ্চিত। তৃণমূল পরিচালিত পুরনিগম বিজেপির কাউন্সিলরদের কথাই শুনতে চায় না। কুলটিতে তৃণমূলের প্রতিনিধিদের অভ্যাস রয়েছে রাস্তার ওপর পাইপ পড়ে থাকা দেখিয়ে ভোট আদায় করা। তাই কুলটির জলপ্রকল্প এখনো সাধারণ মানুষের কাছে অধরা। তবে এই প্রকল্পের কাজ শেষ না হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলব।’

কেকল্পনা ইভাস্ট্রিজ (ইন্ডিয়া) লিমিটেড
CIN : L1920WB1985PLC039431
রেজিস্টার্ড অফিস : ভাসা, নং- ১৪, পোঃ + থানা- বিষ্ণুপুর, ডামহত হারার রোড, দক্ষিণ ২৪ পরগনা- ৭৪৪০০৩, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : +৯১-০৩৩-৪০৬৩৬ ৭৮৪৩৩
ই-মেইল : kolkata@kkaipana.co.in, ওয়েবসাইট : www.kkaipanagroup.com

কোম্পানির ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা উপলক্ষে সদস্যদের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (“এমসিআর”) দ্বারা জারি ০৫.০৫.২০২০ তারিখের জ্ঞানোদয় সাক্ষরন নং ২০/২০২০, ২৫.০৫.২০২০ তারিখের জ্ঞানোদয় সাক্ষরন নং ০৩/২০২৪ (এখানে একত্রে “এমসিআর সাক্ষরন” বলে উল্লেখ করা হচ্ছে) এবং সিকিওরটিস আর্ড এন্ডজেন্ট বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (সেবি) এর ১২.০৫.২০২০ তারিখের সাক্ষরন নং - সেবি/এটো৩/সিএফডি/সিএডি/সিআইআর/২০২০/৭৬ ও ০৩.০৫.২০২৪ তারিখের সাক্ষরন নং - সেবি/এটো৩/সিএফডি/সিএফডি-পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৪/১০৩ (সম্মিলিতভাবে “সেবি সাক্ষরন” হিসাবে উল্লিখিত) অনুযায়ী কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ডিভিও কনফারেন্স (“ডিভি”) / অন্যান্য অডিও-ভিসুয়াল মাধ্যম (“এজিএম”) এর মাধ্যমে কোনো শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই একটি সাধারণ স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানি আর্ট ২০১০ (“দা আর্ট”) সহ দা সিকিওরটিস আর্ড এন্ডজেন্ট বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিঃসিঃ) অনুলিখিতন আর্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) রেজুলেশন, ২০১৫ (সেবি লিঃসিঃ রেজুলেশন) এবং এমসিআর সাক্ষরন অনুযায়ী কোম্পানির ৪০তম এজিএম ডিভি/এজিএম মাধ্যমে মঙ্গলবার ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ সকাল সাড়ে ১১টা (ভারতীয় সময়) অনুষ্ঠিত হবে। ৪০তম এজিএম-এর প্রস্তাবিত সভা কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস তথা ভাসা, নং- ১৪, পোঃ + থানা- বিষ্ণুপুর, ডামহত হারার রোড, দক্ষিণ ২৪ পরগনা- ৭৪৪০০৩, পশ্চিমবঙ্গ-এ অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও কোম্পানির রেজিস্টার অফ মেম্বারস ও শেয়ার ট্রান্সফার বুকস দুখবার ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে মঙ্গলবার ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (দুটি দিনই অন্তর্ভুক্ত (বৃক কোজারের তারিখ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। এজিএম-এ অংশগ্রহণ করার যোগ্যতা নির্ধারণের কাট-অফ তারিখ হল ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫। এমসিআর সাক্ষরন ও সেবি সাক্ষরন অনুযায়ী এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি বাই রিসাইট ই-ভোটিং / এজিএম-এ ই-ভোটিং (সেলফসি) বৈধতা মাধ্যমে সেই সব সদস্যদের যাদের ই-মেল আইডিটি কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আর্টিএ) / তাদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট (ডিপি)-এর কাছে নথিভুক্ত আছে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই মর্মে, মেম্বার সদস্য ই-মেল আইডি ও / বা ব্যক্তিগতভাবে কোম্পানী / আর্টিএ / ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের কাছে নথিভুক্ত / আপডেট করাননি তাদের নির্দেশিত পদ্ধতি থেকে অনুরোধ করা হচ্ছে : **ডিমাট মাধ্যমে শেয়ারের অধিকারী সদস্যদের** ডিমাটেরিয়ালিভড মাধ্যমে শেয়ারের অধিকারীদের অনুগ্রহ করা হচ্ছে তাদের ই-মেল আইডি ও / বা ব্যক্তিগত ডিটােলস তাদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের কাছে আপডেট করতে। **মিউজিকাল মাধ্যমে শেয়ারের অধিকারী সদস্যদের** মিউজিকাল মাধ্যমে শেয়ারের অধিকারী সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তাদের অনুরোধ কোম্পানীর আর্টিএ, মেসার সিবি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর ই-মেল আইডি rta@cbsml.com-এ মেল করতে হবে ও সার্ভেজেন্ট লাইন দিতে হবে “ই-মেল রেজিস্ট্রেশন-কেকল্পনা ইভাস্ট্রিজ (ইন্ডিয়া) লিমিটেড” ই-মেল উদ্দেশ্য করতে হবে : **ই-মেল আইডি রেজিস্ট্রেশন করার জন্য** ফেলিও নং : শেয়ারহোল্ডারদের নাম (যেমন শেয়ার সার্টিফিকেট আছে) শেয়ার সার্টিফিকেটের ক্যান করা কপি পান কার্ডের ক্যান করা সলেক্স অ্যাসোসিয়েট কপি পাসপোর্ট / আবার / ভোটার কার্ডের ক্যান করা সলেক্স অ্যাসোসিয়েট কপি কোম্পানি আর্ট ২০১০-এর সেকশন ১০৩ অনুযায়ী এজিএম বিজ্ঞপ্তি কোম্পানীর ওয়েবসাইট <https://kkaipanagroup.com/investor-relations/>, লোকে সেক্রেটারিয়েটের ওয়েবসাইট www.bseindia.com ও ক্যানসিটিস সেক্রেটারিয়েটের ওয়েবসাইট www.cse-india.com দ্বারা পরিচালিত কোম্পানির ই-মেসেজিং এর ওয়েবসাইট : <https://www.evoting.nsdl.com>-তে উপলব্ধ। ডিভি / এজিএম-এর মাধ্যমে অংশগ্রহণ করতে হবে ও কোম্পানি আর্ট ২০১৩-এর সেকশন ১০৩ অনুযায়ী ডিভি/এজিএম মাধ্যমে ওওয়া উক্ত সভার অংশগ্রহণকারী সদস্যদের কোম্পানির জন্য নির্দেশিত হবে। বৈধতা মাধ্যমে রিসাইট ই-ভোটিং পদ্ধতিতে (এজিএম-এর আসে) এবং ই-ভোটিং পদ্ধতিতে (এজিএম চলাকালীন) ভোট দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ভোট দেওয়ার নির্দেশিকা এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে বিস্তারিত দেওয়া আছে। সদস্য যারা রিসাইট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন না তারা এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নির্দেশিকা(১) দেখে তাদের লগ-ইন ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করতে পারবেন বা evoting@nsdl.co.in-এ ই-মেল করতে পারবেন। এমসিআর সাক্ষরন ও সেবি সাক্ষরন অনুসারে উপরোক্ত সমস্ত তথ্য কোম্পানীর সকল সদস্যের সুবিধার্থে জারি করা হয়েছে।

কেকল্পনা ইভাস্ট্রিজ (ইন্ডিয়া) লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষর
অমিত কলসালি
(স্বাক্ষরশি প নং : ACS 52755)
কোম্পানীর সচিব

তারিখ : ২৫.০৮.২০২৫
স্থান : কলকাতা

ডিভেব প্লাস্টিকস ইন্ডাস্ট্রিস লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস : ২বি, জিওরিয়া স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭২
টেলিফোন : ৯১-০৩৩-২২৮৩ ৩৪৪৪ / ৩৪৪৪ / ৩৪৪৯ / ৩৪৬১,
ই-মেইল : kolkata@ddevgroup.in, ওয়েবসাইট : www.ddevgroup.in
CIN : L24290WB2020PLC241791

কোম্পানির ৫ ম বার্ষিক সাধারণ সভা, ইলেক্ট্রনিক ভোটিং ও ডিভিডেন্ড সন্ক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (“এমসিআর”) দ্বারা জারি কোম্পানি সাক্ষরন নম্বর ০৩/২০২৪, তার ১৩.০৫.২০২৪ সহ সাক্ষরন নং- ২০/২০২০, তার ০৫.০৫.২০২০ (এখানে একত্রে “এমসিআর সাক্ষরন” বলে উল্লিখিত) অনুযায়ী বার্ষিক সাধারণ সভা (“দা মিটিং” বা “এজিএম”) ৩০.০৫.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত কোম্পানির কোম্পানি সাক্ষরন হাউস কোম্পানির বার্ষিক উপস্থিতি ছাড়া ডিভিও কনফারেন্স (“ডিভি”) / অন্যান্য অডিও-ভিসুয়াল মাধ্যম (“এজিএম”) কোম্পানির আর্ট ২০১০ (“দা আর্ট”) শর্তাবলী মেনে আয়োজন করা হবে। এছাড়াও, সিকিউরিটিস আর্ড এন্ডজেন্ট বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (“সেবি”) জারি করা সেবি / এটো৩/সিএফডি/সিএফডি-পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৪/১০৩ তার ০৩.০৫.২০২৪ সহ সেবি / এটো৩/সিএফডি/সিএফডি/সিএফডি-পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৪/১০৩ (সম্মিলিতভাবে “সেবি সাক্ষরন” হিসাবে উল্লিখিত) অনুযায়ী কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ডিভিও কনফারেন্স (“ডিভি”) / অন্যান্য অডিও-ভিসুয়াল মাধ্যম (“এজিএম”) এর মাধ্যমে কোনো শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই একটি সাধারণ স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানি আর্ট ২০১০ (“দা আর্ট”) সহ দা সিকিওরটিস আর্ড এন্ডজেন্ট বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিঃসিঃ) অনুলিখিতন আর্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) রেজুলেশন, ২০১৫ (সেবি লিঃসিঃ রেজুলেশন) এবং এমসিআর সাক্ষরন অনুযায়ী কোম্পানির ৫০তম এজিএম ডিভি/এজিএম মাধ্যমে মঙ্গলবার ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ সকাল সাড়ে ১১টা (ভারতীয় সময়) অনুষ্ঠিত হবে। ৪০তম এজিএম-এর প্রস্তাবিত সভা কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস তথা ভাসা, নং- ১৪, পোঃ + থানা- বিষ্ণুপুর, ডামহত হারার রোড, দক্ষিণ ২৪ পরগনা- ৭৪৪০০৩, পশ্চিমবঙ্গ-এ অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও, কোম্পানির রেজিস্টার অফ মেম্বারস ও কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার বুকস মঙ্গলবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে সোমবার ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (দুটি তারিখই অন্তর্ভুক্ত) (বৃক কোজারের তারিখ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। এজিএম-এ অংশগ্রহণের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের যোগ্যতা নির্ধারণ হবে কাট-অফ তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এর হিসাবে। এমসিআর সাক্ষরন ও সেবি সাক্ষরন অনুযায়ী এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি বাই রিসাইট ই-ভোটিং / এজিএম-এ ই-ভোটিং (এখানে একত্রে “ই-ভোটিং” বলে উল্লিখিত) পদ্ধতিতে (এজিএম-এর আসে) পদ্ধতি, অডিটরের রিসাইট সহ আর্থিক প্রতিবেদন, বোর্ড-এ রিপোর্ট এবং অন্যান্য সংযোগী (এখানে একত্রে “আর্থিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫” বা “আর্থিক প্রতিবেদন”) বলে উল্লিখিত) সদস্যদের সুবিধার্থে দুইটি মাধ্যমে ২৪ আগস্ট ২০২৫ তারিখে কোম্পানির কোম্পানি সাক্ষরন হাউস কোম্পানির বার্ষিক উপস্থিতি ছাড়া ডিভিও কনফারেন্স (“ডিভি”) / অন্যান্য অডিও-ভিসুয়াল মাধ্যম (“এজিএম”) কোম্পানির আর্ট ২০১০ (“দা আর্ট”) শর্তাবলী মেনে আয়োজন করা হবে। এছাড়াও, সিকিউরিটিস আর্ড এন্ডজেন্ট বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (“সেবি”) জারি করা সেবি / এটো৩/সিএফডি/সিএফডি-পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৪/১০৩ তার ০৩.০৫.২০২৪ সহ সেবি / এটো৩/সিএফডি/সিএফডি/সিএফডি-পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৪/১০৩ (সম্মিলিতভাবে “সেবি সাক্ষরন” হিসাবে উল্লিখিত) অনুযায়ী কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ডিভিও কনফারেন্স (“ডিভি”) / অন্যান্য অডিও-ভিসুয়াল মাধ্যম (“এজিএম”) এর মাধ্যমে কোনো শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই একটি সাধারণ স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানি আর্ট ২০১০ (“দা আর্ট”) সহ দা সিকিওরটিস আর্ড এন্ডজেন্ট বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিঃসিঃ) অনুলিখিতন আর্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) রেজুলেশন, ২০১৫ (সেবি লিঃসিঃ রেজুলেশন) এবং এমসিআর সাক্ষরন অনুযায়ী কোম্পানির ৫০তম এজিএম ডিভি/এজিএম মাধ্যমে মঙ্গলবার ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ সকাল সাড়ে ১১টা (ভারতীয় সময়) অনুষ্ঠিত হবে। ৪০তম এজিএম-এর প্রস্তাবিত সভা কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস তথা ভাসা, নং- ১৪, পোঃ + থানা- বিষ্ণুপুর, ডামহত হারার রোড, দক্ষিণ ২৪ পরগনা- ৭৪৪০০৩, পশ্চিমবঙ্গ-এ অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও, কোম্পানির রেজিস্টার অফ মেম্বারস ও কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার বুকস মঙ্গলবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে সোমবার ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (দুটি তারিখই অন্তর্ভুক্ত) (বৃক কোজারের তারিখ) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। এজিএম-এ অংশগ্রহণের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের যোগ্যতা নির্ধারণ হবে কাট-অফ তারিখ ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এর হিসাবে। এমসিআর সাক্ষরন ও সেবি সাক্ষরন অনুযায়ী এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি বাই রিসাইট ই-ভোটিং / এজিএম-এ ই-ভোটিং (এখানে একত্রে “ই-ভোটিং” বলে উল্লিখিত) পদ্ধতিতে (এজিএম-এর আসে) পদ্ধতি, অডিটরের রিসাইট সহ আর্থিক প্রতিবেদন, বোর্ড-এ রিপোর্ট এবং অন্যান্য সংযোগী (এখানে একত্রে “আর্থিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫” বা “আর্থিক প্রতিবেদন”) বলে উল্লিখিত) সদস্যদের সুবিধার্থে দুইটি মাধ্যমে ২৪ আগস্ট ২০২৫ তারিখে কোম্পানির কোম্পানি সাক্ষরন হাউস কোম্পানির বার্ষিক উপস্থিতি ছাড়া ডিভিও কনফারেন্স (“ডিভি”) / অন্যান্য অডিও-ভিসুয়াল মাধ্যম (“এজিএম”) কোম্পানির আর্ট ২০১০ (“দা আর্ট”) শর্তাবলী মেনে আয়োজন করা হবে। এছাড়াও, সিকিউরিটিস আর্ড এন্ডজেন্ট বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (“সেবি”) জারি করা সেবি / এটো৩/সিএফডি/সিএফডি-পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৪/১০৩ তার ০৩.০৫.২০২৪ সহ সেবি / এটো৩/সিএফডি/সিএফডি/সিএফডি-পিওডি-২/পি/সিআইআর/২০২৪/১০৩ (সম্মিলিতভাবে “সেবি সাক্ষরন” হিসাবে উল্লিখিত) অনুযায়ী কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ডিভিও কনফারেন্স (“ডিভি”) / অন্যান্য অডিও-ভিসুয়াল মাধ্যম (“এজিএম”) এর মাধ্যমে কোনো শারীরিক উপস্থিতি ছাড়াই একটি সাধারণ স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানি আর্ট ২০১০ (“দা আর্ট”) সহ দা সিকিওরটিস আর্ড এন্ডজেন্ট বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিঃসিঃ) অনুলিখিতন আর্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) রেজুলেশন, ২০১৫ (সেবি লিঃসিঃ রেজুলেশন) এবং এমসিআর সাক্ষরন অনুযায়ী কোম্পানির ৫০তম এজিএম ডিভি/এজিএম মাধ্যমে মঙ্গলবার ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ সকাল সাড়ে ১১টা (ভারতীয় সময়) অনুষ্ঠিত হবে। ৪০তম এজিএম-এর প্রস্তাবিত সভা কোম্পানির রে